তারিখ ... 11 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল শনিবার সিরাজগঞ্জে নিরক্ষরমুক্ত সিরাজগঞ্জ ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন -পিআইডি

শিক্ষা নিয়ে কোনো অনিয়ম শৈথিল্য সহ্য করা হবে না

সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণা করে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

হেলাল উদ্দিন, সিরাজগঞ্জ থেকে : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনন্দমুখর বর্ণাঢ্য পরিবেশে গতকাল সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে আয়োজিত সুধী সমাবেশটি বিশাল জনসভায় রূপ নেয়। এ জনসভায় উৎফুল্ল প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের মানচিত্রে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক বাংলাদেশ। দেশের একজন মানুষও যাতে নিরক্ষর না থাকে, আজকের দিনে সেটাই হোক আমাদের দীপ্ত শপথ। সিরাজগঞ্জকে নিয়ে এ পর্যন্ত দেশের ৭টি জেলা নিরক্ষরমুক্ত হলো। এর আগে নিরক্ষরমুক্ত হয়েছে ৬টি জেলা। ১৯৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৩৫ শতাংশ। তখন থেকে সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সাক্ষরতার হার এখন ৬৫ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।

সিরাজগঞ্জকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণা করতে আজ প্রধানমন্ত্রী এখানে এলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষ সমবেত হন সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে। কারণ তাদের জন্য দিনটি ছিল খুবই আনন্দের। অনেকে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাক্ষরতা অর্জনই শেষ কথা নয়, অর্জিত জ্ঞানকে ধরে রাখতে হবে এবং তা কাজে লাগাতে হবে। নতুন জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হলে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবমুখী ও জীবনধর্মী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর জোর দিতে গিয়ে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত প্রতিটি পয়সা যেন ঠিকমতো ব্যবহার হয়, দেশ ও দেশের মানুষের যেন এ থেকে উপকার হয়। খালেদা জিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, শিক্ষা নিয়ে কোনো অনিয়ম, দুর্নীতি ও শৈথিল্য সহ্য করা হবে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সচিব ড. তাহমিনা হোসেনের সভাপতিত্বে বিশাল এই জনসভায় আরো বক্তৃতা করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, টিএন্ডটি মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, সিরাজগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ এমপি, সাবেক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এম এ মতিন এমপি, আব্দুল মান্নান তালুকদার এমপি, প্রধানমন্ত্রীর গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রমুখ। জেলা প্রশাসক ইবাদত আলী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

শিক্ষা নিয়ে কোনো অনিয়ম

● শেষের পাতার পর

ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শহীদ শামসুদ্দিন স্টেডিয়ামে অবতরণ করার পর প্রায় নির্ধারিত সময়ে কলেজ ময়দানে উপস্থিত হন। প্রধানমন্ত্রী প্রদীপ্ত সিরাজগঞ্জের স্মৃতিফলক উন্মোচন করে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, ১৯৮০ সালে এদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপক ও সংগঠিত আকারে গণশিক্ষা কর্মসূচি প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বলেন, সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যখনই পেয়েছি তখনই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। একটি দেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হচ্ছে মানুষ সেই মানুষকে লেখাপড়ায়, জ্ঞান-গরিমায় উন্নত করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো উন্নয়ন। বর্তমান সরকার সেদিকেই নজর দিয়েছে।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী কার্যক্রম। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ সিরাজগঞ্জ জেলার উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষার জন্য কাটাখাল খননের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান। সাবেক মন্ত্রী সাংসদ এম এ মতিন বলেন, ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর নিন্দুকেরা বলেছিল খালেদা জিয়া সন্ত্রাস দমন করতে পারবে না। কিন্তু কঠোর হস্তে অপারেশন ক্লিন হার্টের মাধ্যমে দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর হয়েছে। সভাশেষে প্রধানমন্ত্রী হাটি কুমরুল-বনপাড়া সড়ক উদ্বোধনের জন্য নাটোরের উদ্দেশে সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করেন।